মন কি বাত

অধ্যায়-6

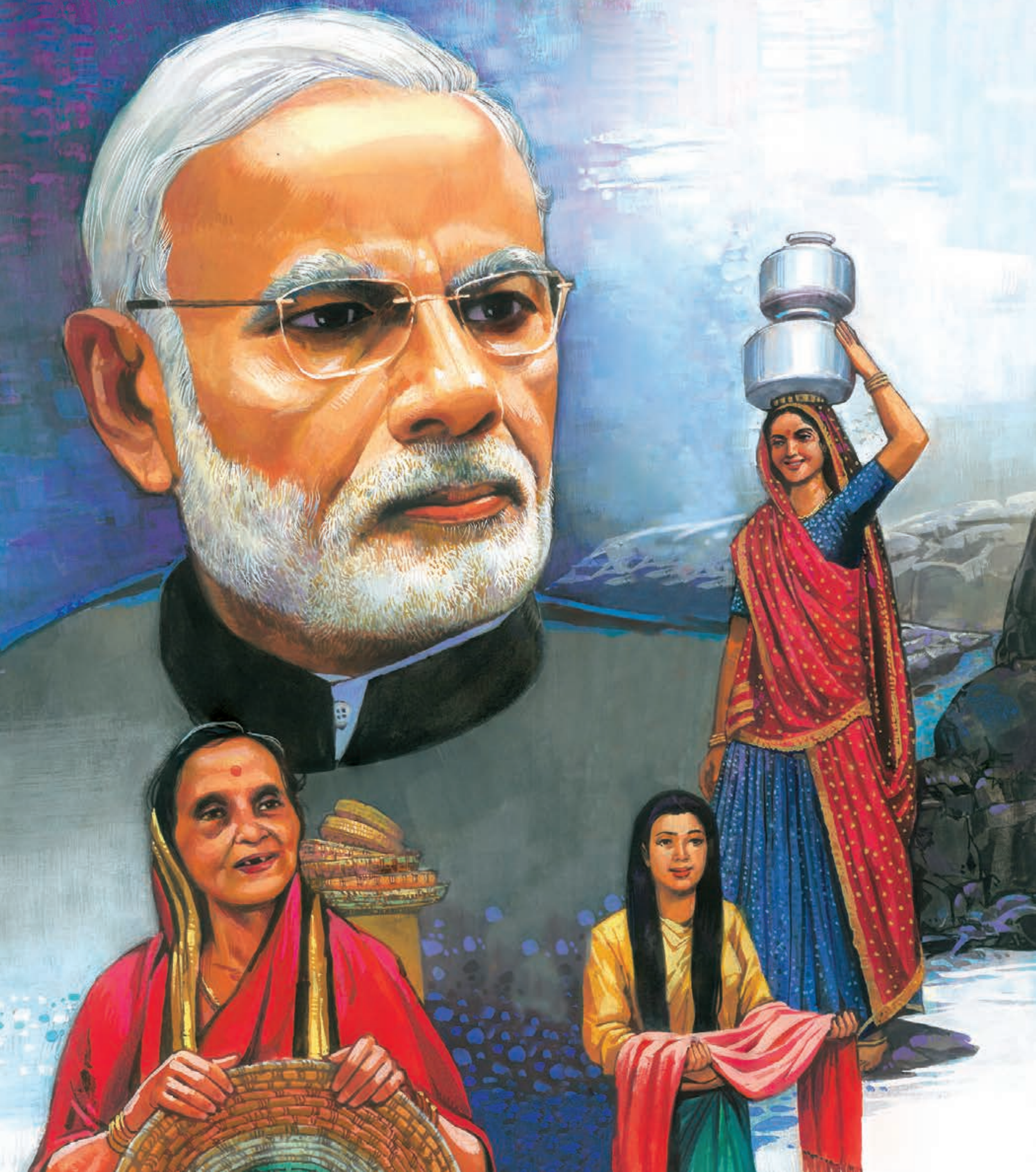

MANN KI BAAT
VOL.6

Authors
Sarda Mohan and Tanushree Banerji

Illustrations and Cover Art
Dilip Kadam

Assistant Artist
Ravindra Mokate

Production
Amar Chitra Katha

Published by
Amar Chitra Katha Pvt. Ltd

BENGALI

ISBN – 978-81-966921-3-1

Amar Chitra Katha Pvt. Ltd, September 2023

© Ministry of Culture, Govt of India, September 2023
All rights reserved. This book is sold subject to the condition that the publication may not be reproduced, stored in a retrieval system (including but not limited to computers, disks, external drives, electronic or digital devices, e-readers, websites), or transmitted in any form or by any means (including but not limited to cyclostyling, photocopying, docutech or other reprographic reproductions, mechanical, recording, electronic, digital versions) without the prior written permission of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.

You can now get ACK stories as part of your classroom with **ACK Learn**, a unique learning platform that brings these stories to your school with a range of workshops. Find out more at **www.acklearn.com** or write to us at **acklearn@ack-media.com**.

যখন কেউ সমস্যার সম্মুখীন হয়, তখন সে কী করে? তাদের মধ্যে কেউ কেউ সমস্যাটিকে উপেক্ষা করে, কেউ এটি নিয়ে চিন্তিত হয় কিন্তু কিছুই করে না এবং কেউ আবার সমাধান খোঁজে।

ববিতা রাজপুত সমাধান খুঁজলেন।

যখন তার গ্রামের লেক শুকিয়ে যায় এবং লোকজনকে জল আনতে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়, তখন ববিতা জল এনে আবার লেকটি ভরাট করার সিদ্ধান্ত নেন। না, বালতি বা লম্বা পাইপ দিয়ে নয়, একটি উঁচু পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একটি পথ কেটে অন্য পাড়ের একটি খাল থেকে জলকে হ্রদে আনতে চাইলেন।

এই বিশাল কাজের জন্য তিনি 200 জন মহিলার সাহায্য পেয়েছিলেন। তারা নিজেদের ‘জল সহেলি’ বা জলের বন্ধু বলে ডাকত। তারা একসাথে 18 মাসে একটি পথ খনন করেছিল এবং শুধুমাত্র লেকই নয়, বোরওয়েলও ভরাট করতে সফল হয়েছিল।

কোনো সমস্যাকে উপেক্ষা করলে তা দূর হয় না। সেটা থেকে যায় এবং বড় থেকে আরও বড় আকার ধারণ করে।

এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করেও লাভ হয় না। দুশ্চিন্তা হল রকিং চেয়ারে বসে প্রবলভাবে দোলা খাওয়ার মতো। না অগ্রসর হবেন, না আবার পিছনেও যাবেন। আপনি একই জায়গায় থেকে যাবেন।

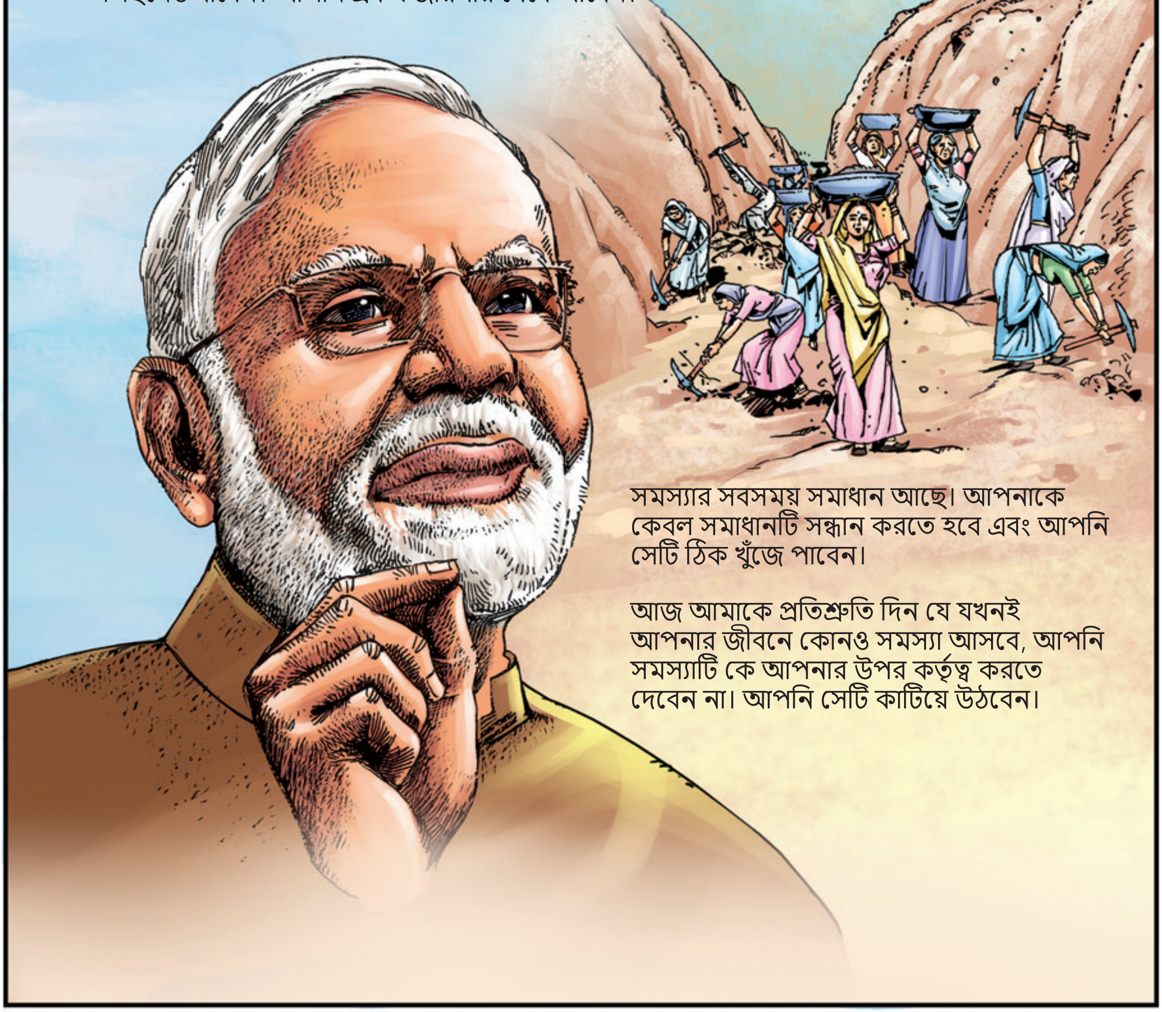

সমস্যার সবসময় সমাধান আছে। আপনাকে কেবল সমাধানটি সন্ধান করতে হবে এবং আপনি সেটি ঠিক খুঁজে পাবেন।

আজ আমাকে প্রতিশ্রুতি দিন যে যখনই আপনার জীবনে কোনও সমস্যা আসবে, আপনি সমস্যাটি কে আপনার উপর কর্তৃত্ব করতে দেবেন না। আপনি সেটি কাটিয়ে উঠবেন।

সূচীপত্র

1	ইসমাইলভাই শেরু	3
2	টংগব্রাম বিজিয়াশান্তি	6
3	কল্পনা	9
4	ই-পরিসারা	12
5	ববিতা রাজপুত	15
6	শর্মিলা ওসওয়াল	18
7	বিজয় কুমার কাবি	21
8	শিলু নায়ক	24
9	সেন্ট টেরেসা কলেজ	27
10	কমলা মোহরানা	30

ইসমাইলভাই শেরু

এটা ছিল নায়ার স্যারের ক্লাস এবং ছাত্ররা মন কি বাত-এর অন্য একটি গল্পের জন্য অপেক্ষা করছিল।
অতিবৃষ্টিতে কৃষকদের ক্ষতির কথা পড়েছ তোমরা?
হ্যাঁ, আমার বাবা আমাকে বলছিলেন যে খারাপ আবহাওয়া কীভাবে পুরো ফসল নষ্ট করে দেয়।

তোমার বাবা ঠিক বলেছেন পূজা। কৃষিকাজ একটি ঝুঁকিপূর্ণ পেশা হতে পারে...

...কিন্তু আজকের গল্প এমন একজন কৃষককে নিয়ে যিনি প্রমাণ করেছেন যে উদ্ভাবনের মাধ্যমে চাষ করাও খুব লাভজনক হতে পারে। এই ব্যক্তি হলেন গুজরাটের রামপুরা গ্রামের কৃষক ইসমাইলভাই শেরু।

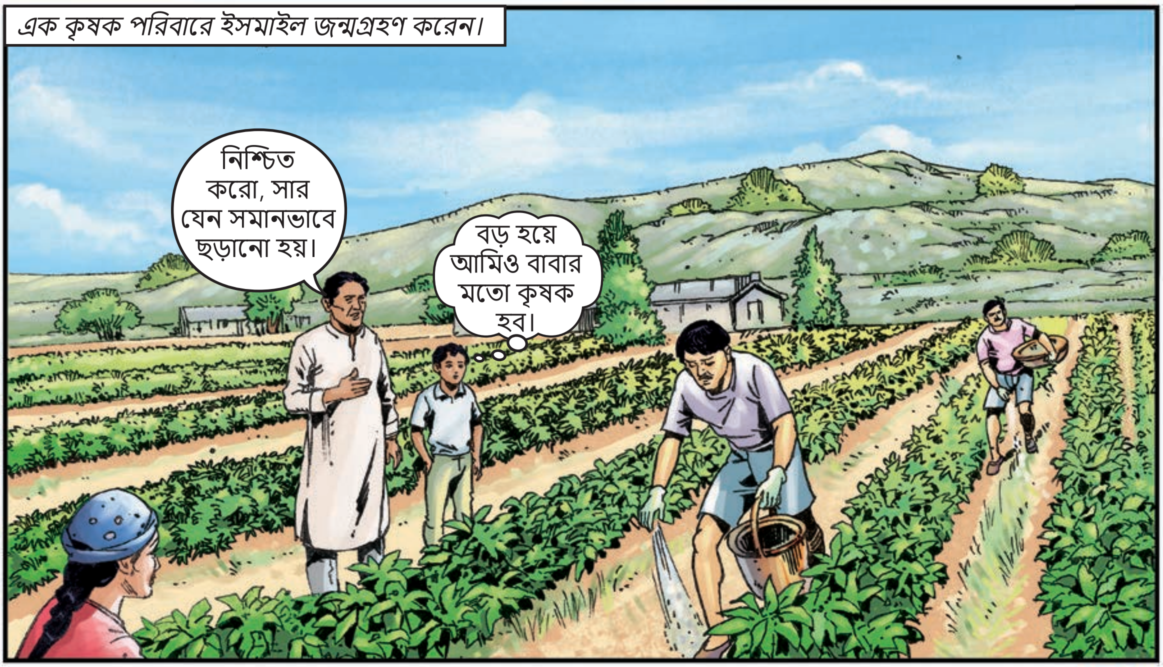
এক কৃষক পরিবারে ইসমাইল জন্মগ্রহণ করেন।
নিশ্চিত করো, সার যেন সমানভাবে ছড়ানো হয়।
বড় হয়ে আমিও বাবার মতো কৃষক হব।

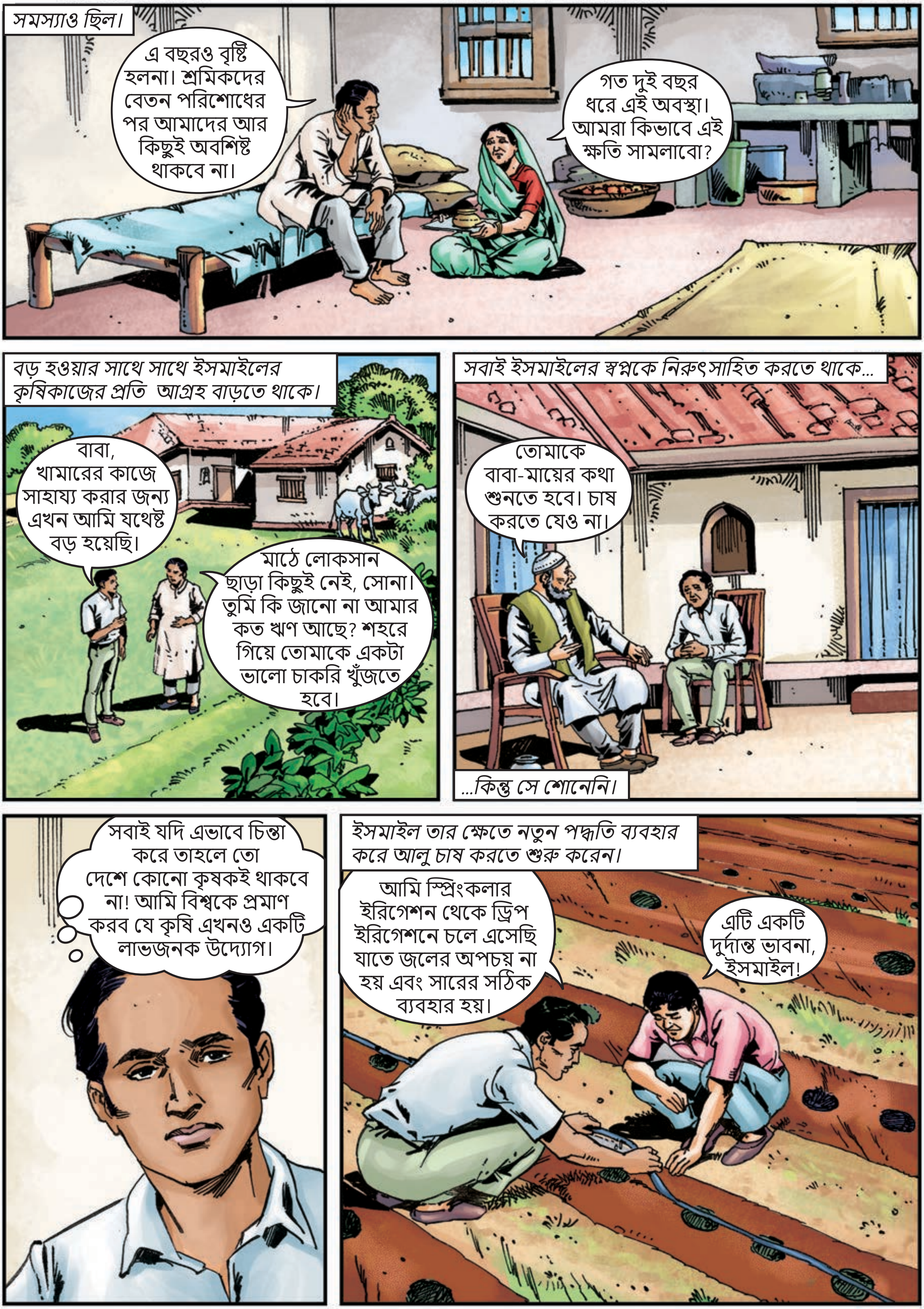
সমস্যাও ছিল।
এ বছরও বৃষ্টি হলনা। শ্রমিকদের বেতন পরিশোধের পর আমাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।
গত দুই বছর ধরে এই অবস্থা। আমরা কিভাবে এই ক্ষতি সামলাবো?
বড় হওয়ার সাথে সাথে ইসমাইলের কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে।
বাবা, খামারের কাজে সাহায্য করার জন্য এখন আমি যথেষ্ট বড় হয়েছি।
মাঠে লোকসান ছাড়া কিছুই নেই, সোনা। তুমি কি জানো না আমার কত ঋণ আছে? শহরে গিয়ে তোমাকে একটা ভালো চাকরি খুঁজতে হবে।
সবাই ইসমাইলের স্বপ্নকে নিরুৎসাহিত করতে থাকে...
তোমাকে বাবা-মায়ের কথা শুনতে হবে। চাষ করতে যেও না।
...কিন্তু সে শোনেনি।
সবাই যদি এভাবে চিন্তা করে তাহলে তো দেশে কোনো কৃষকই থাকবে না! আমি বিশ্বকে প্রমাণ করব যে কৃষি এখনও একটি লাভজনক উদ্যোগ।
ইসমাইল তার ক্ষেতে নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে আলু চাষ করতে শুরু করেন।
আমি স্প্রিংকলার ইরিগেশন থেকে ড্রিপ ইরিগেশনে চলে এসেছি যাতে জলের অপচয় না হয় এবং সারের সঠিক ব্যবহার হয়।
এটি একটি দুর্দান্ত ভাবনা, ইসমাইল!

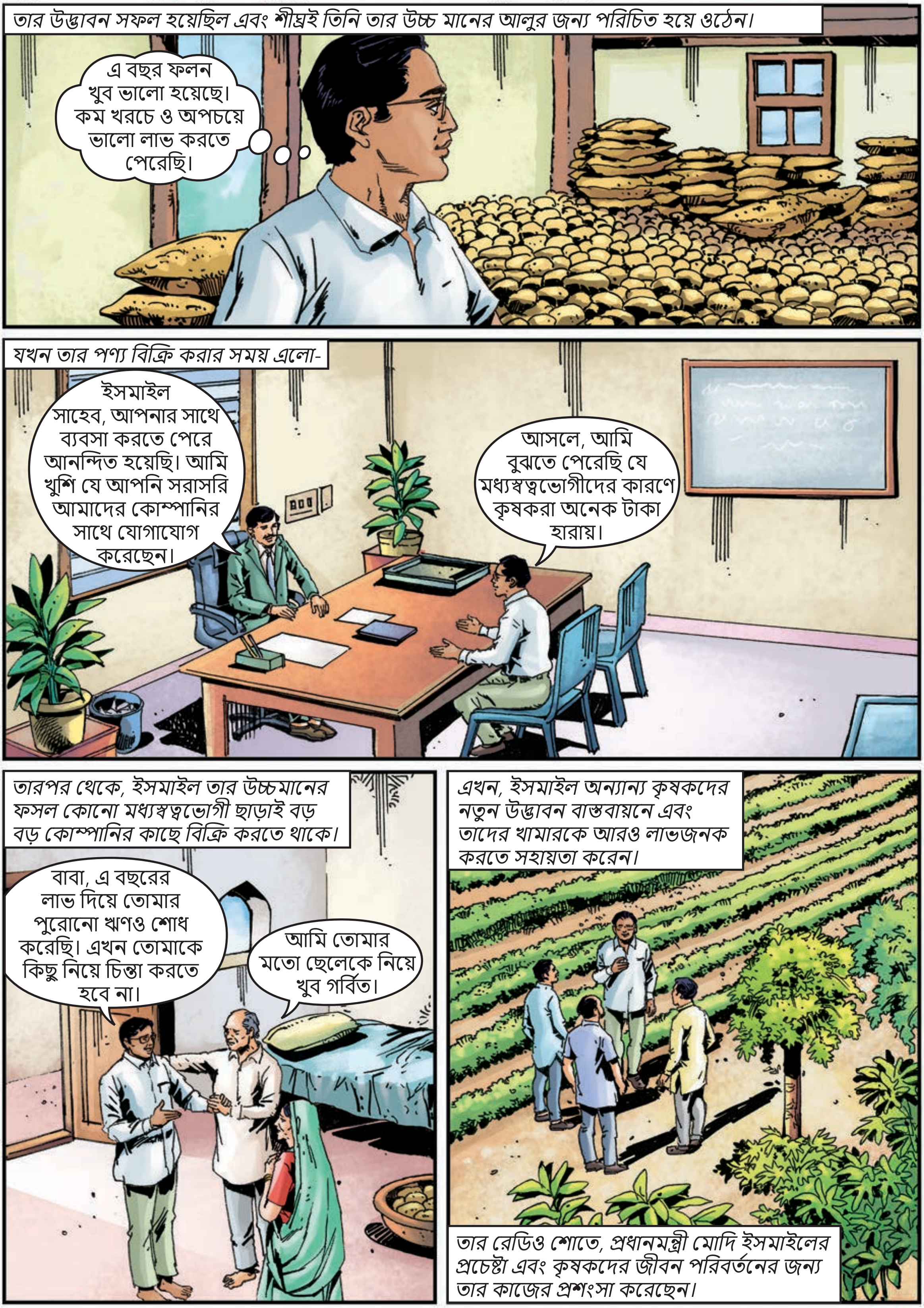
তার উদ্ভাবন সফল হয়েছিল এবং শীঘ্রই তিনি তার উচ্চ মানের আলুর জন্য পরিচিত হয়ে ওঠেন।
এ বছর ফলন খুব ভালো হয়েছে। কম খরচে ও অপচয়ে ভালো লাভ করতে পেরেছি।
যখন তার পণ্য বিক্রি করার সময় এলো-
ইসমাইল সাহেব, আপনার সাথে ব্যবসা করতে পেরে আনন্দিত হয়েছি। আমি খুশি যে আপনি সরাসরি আমাদের কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করেছেন।
আসলে, আমি বুঝতে পেরেছি যে মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে কৃষকরা অনেক টাকা হারায়।
তারপর থেকে, ইসমাইল তার উচ্চমানের ফসল কোনো মধ্যস্বত্বভোগী ছাড়াই বড় বড় কোম্পানির কাছে বিক্রি করতে থাকে।
বাবা, এ বছরের লাভ দিয়ে তোমার পুরোনো ঋণও শোধ করেছি। এখন তোমাকে কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।
আমি তোমার মতো ছেলেকে নিয়ে খুব গর্বিত।
এখন, ইসমাইল অন্যান্য কৃষকদের নতুন উদ্ভাবন বাস্তবায়নে এবং তাদের খামারকে আরও লাভজনক করতে সহায়তা করেন।
তার রেডিও শোতে, প্রধানমন্ত্রী মোদি ইসমাইলের প্রচেষ্টা এবং কৃষকদের জীবন পরিবর্তনের জন্য তার কাজের প্রশংসা করেছেন।

টংব্রাম বিজিয়াশান্তি

* মণিপুরের বিষ্ণুপুরে, একটি মিষ্টি জলের হ্রদ

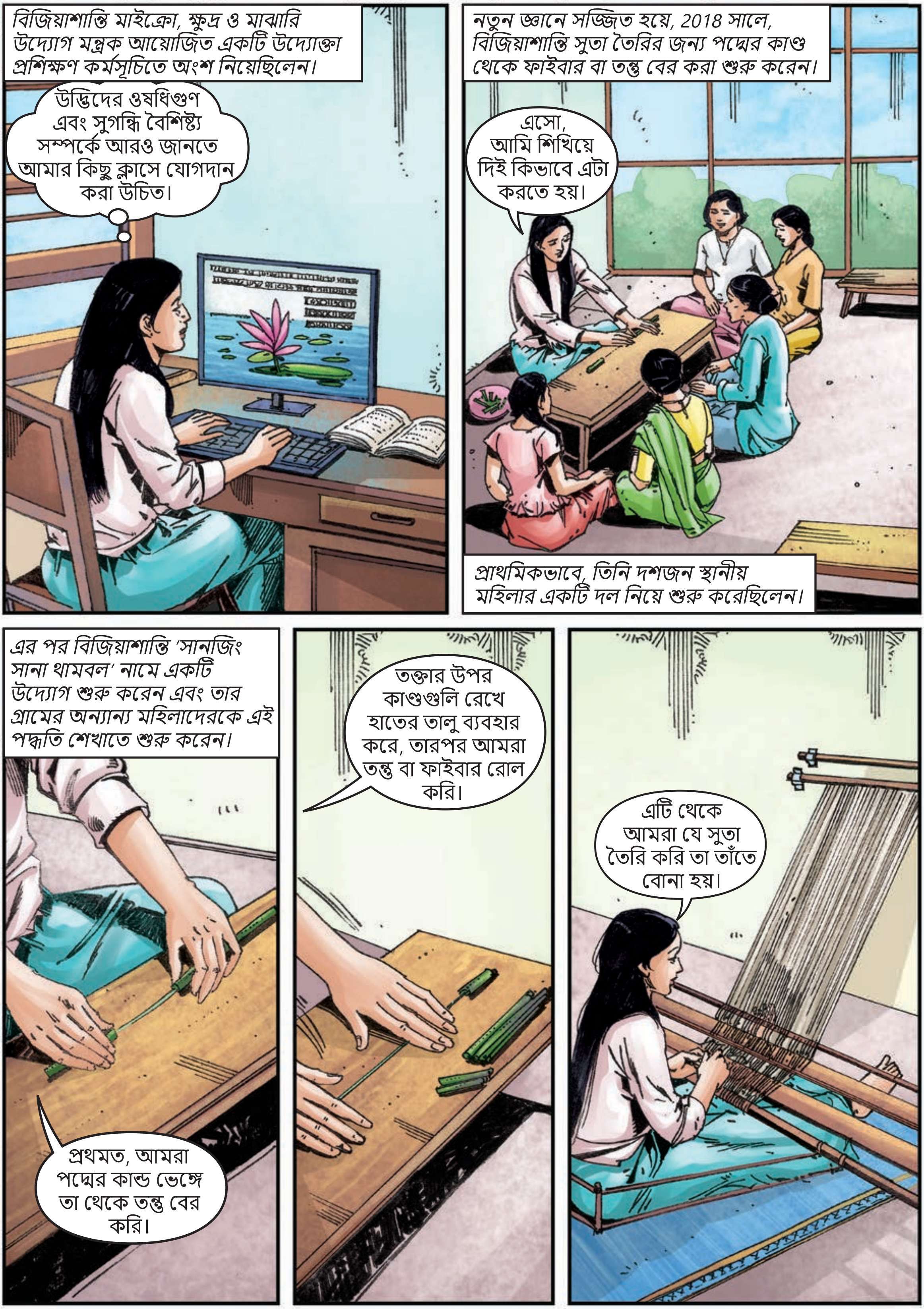
বিজিয়াশান্তি মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রক আয়োজিত একটি উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন।
উদ্ভিদের ওষধিগুণ এবং সুগন্ধি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও জানতে আমার কিছু ক্লাসে যোগদান করা উচিত।
নতুন জ্ঞানে সজ্জিত হয়ে, 2018 সালে, বিজিয়াশান্তি সুতা তৈরির জন্য পদ্মের কাণ্ড থেকে ফাইবার বা তন্তু বের করা শুরু করেন।
এসো, আমি শিখিয়ে দিই কিভাবে এটা করতে হয়।
প্রাথমিকভাবে, তিনি দশজন স্থানীয় মহিলার একটি দল নিয়ে শুরু করেছিলেন।
এর পর বিজিয়াশান্তি 'সানজিং সানা থামবল' নামে একটি উদ্যোগ শুরু করেন এবং তার গ্রামের অন্যান্য মহিলাদেরকে এই পদ্ধতি শেখাতে শুরু করেন।
প্রথমত, আমরা পদ্মের কান্ড ভেঙ্গে তা থেকে তন্তু বের করি।
তক্তার উপর কাণ্ডগুলি রেখে হাতের তালু ব্যবহার করে, তারপর আমরা তন্তু বা ফাইবার রোল করি।
এটি থেকে আমরা যে সুতা তৈরি করি তা তাঁতে বোনা হয়।

* মণিপুর জুড়ে উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবন প্রচারের জন্য একটি সরকারি প্রকল্প।

কল্পনা

*উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত

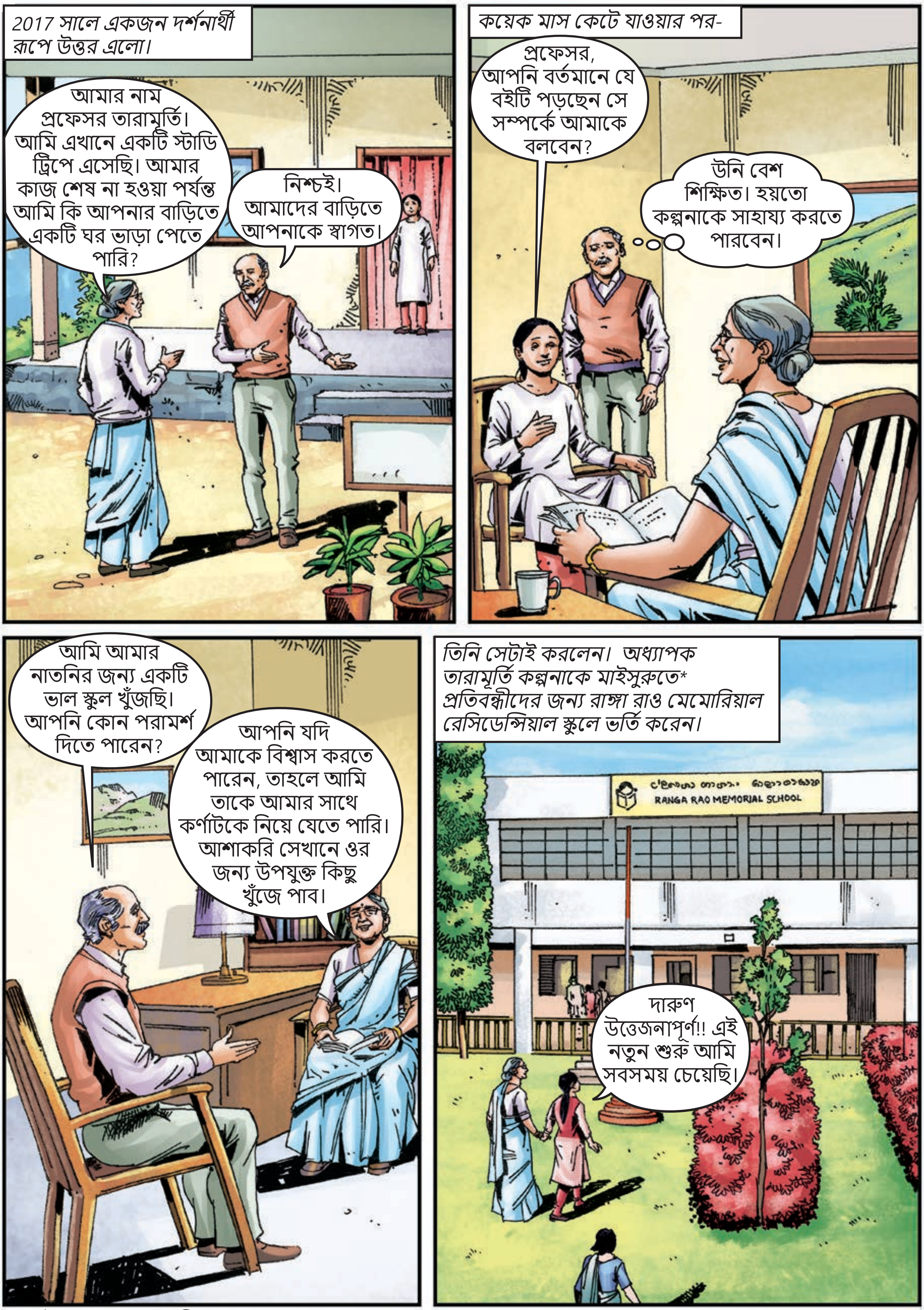

*কর্ণাটক রাজ্যের একটি শহর

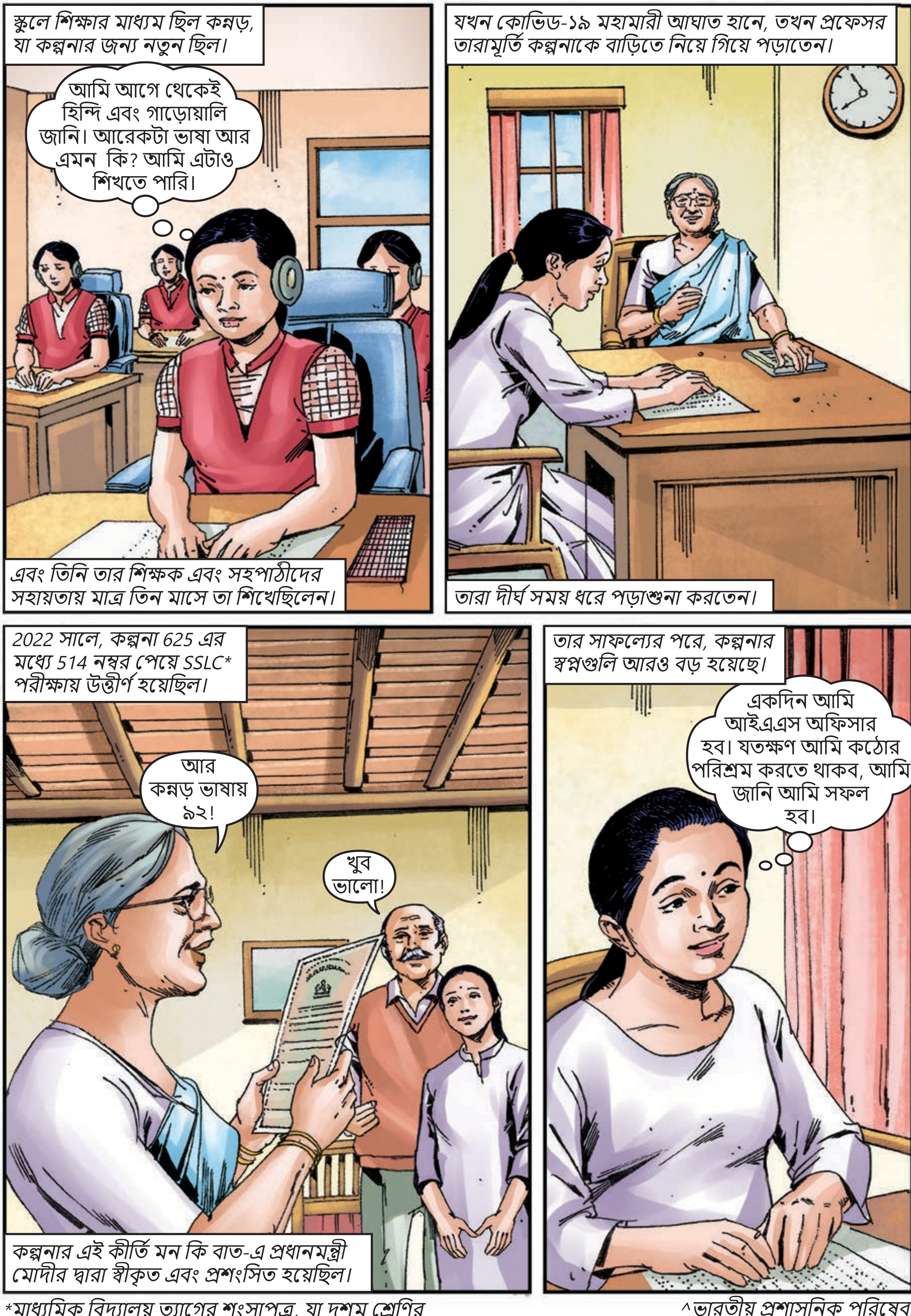

*মাধ্যমিক বিদ্যালয় ত্যাগের শংসাপত্র, যা দশম শ্রেণির পাবলিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রাপ্ত হয়

^ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবা

ই-পরিসারা

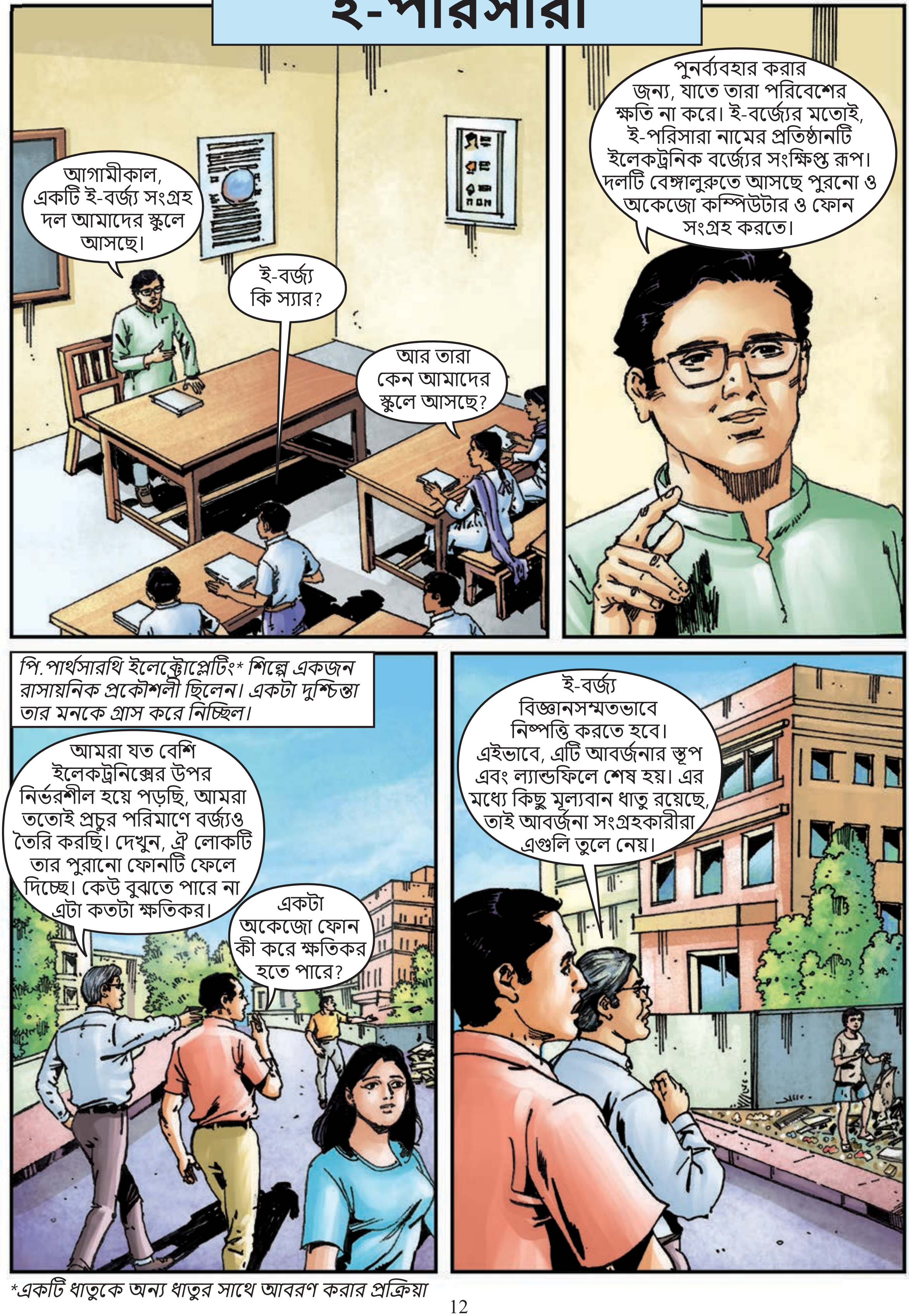

*একটি ধাতুকে অন্য ধাতুর সাথে আবরণ করার প্রক্রিয়া

যেহেতু তারা এই ধাতুগুলি বের করার সঠিক উপায় জানে না, তারা সেগুলিকে চূর্ণ করে এবং তারপরে অবশিষ্ট বর্জ্য পুড়িয়ে দেয় বা জলাশয়ে ফেলে দেয়।
এগুলি জল ও বায়ুমণ্ডলে পারদ এবং সীসার মতো অত্যন্ত বিষাক্ত রাসায়নিক নির্গত করে। আমরা সেই বাতাসে শ্বাস নিচ্ছি আর সেই জল পান করছি!
আমি জানতাম না যে ই-বর্জ্য পরিবেশকে এমন দূষিত ও বিষাক্ত করতে পারে!
এটা করে,আর ই-বর্জ্য তৈরির ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের তৃতীয় স্থানে রয়েছে কিন্তু এর সঠিক নিষ্পত্তি সম্পর্কে কোনো সচেতনতা নেই।
2005 সালে, পার্থসারথি ই-পরিসারা নামে একটি ই-বর্জ্য রিসাইক্লিং কোম্পানি শুরু করেন।
আমরা বিপজ্জনক উপকরণগুলি আলাদা করব, কাঁচ, ধাতু এবং প্লাস্টিকের মতো কাঁচামাল আলাদা করব এবং তারপরে আমরা সেগুলিরপুনর্ব্যবহার করব।
E-Parisaraa Pvt.Ltd

ই-পরিসর শীঘ্রই এটি করার জন্য সহজ, নিরাপদ এবং পরিবেশ-বান্ধব পদ্ধতি তৈরি করে।
দেখুন স্যার, আমরা লিথিয়াম ব্যাটারি থেকে অ্যালুমিনিয়াম এবং কপার উদ্ধার করেছি।

এমনকি আমরা পুরানো কম্পিউটারের মুদ্রিত সার্কিট বোর্ড থেকে মূল্যবান ধাতু আলাদা করার একটি উপায় খুঁজে পেয়েছি।
তাও দূষণ শূন্য ভাবে! আমি তোমার জন্য গর্ববোধ করি।
ই-পরিসারা প্রথম ই-বর্জ্য পুনর্ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের অনুমোদন পেয়েছে।

উদ্ধারকৃত ধাতুগুলি গহনা, কলম এবং অন্যান্য জিনিস প্লেট করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
খুব সুন্দর!

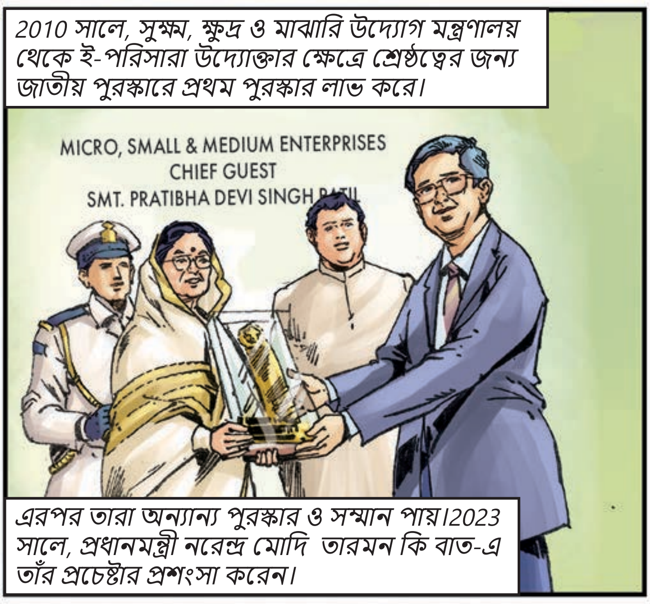
2010 সালে, সুক্ষ্ম, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রণালয় থেকে ই-পরিসারা উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য জাতীয় পুরস্কারে প্রথম পুরস্কার লাভ করে।
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
CHIEF GUEST
SMT. PRATIBHA DEVI SINGH PATIL
এরপর তারা অন্যান্য পুরস্কার ও সম্মান পায়।2023 সালে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তারমন কি বাত-এ তাঁর প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

আমরা ই-বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করার আরও ভাল উপায় খুঁজে বের করতে থাকব। আপনি শুধুমাত্র সংগ্রহ কেন্দ্রে আপনার ই-বর্জ্য নিষ্পত্তি করে সাহায্য করতে পারেন যাতে আপনার চারপাশকে দূষিত না করেই এটি পুনর্ব্যবহার করা যায়।

ববিতা রাজপুত

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হওয়ার পর এটি ছিল স্কুলের প্রথম দিন।
পূজা, কেমন কাটলো তোমার ছুটি?
জিজ্ঞেস করো না, শ্রেয়াস। সারা গ্রীষ্ম জুড়ে আমাদের পাড়ায় জলের ঘাটতি ছিল।
হ্যাঁ, আমারও! তাই আমরা পুরো পরিবার আমার কাকার বাড়িতে কিছু সময়ের জন্য থাকতে গিয়েছিলাম।
কিন্তু দীনেশ, তুমি কি সেই সব মানুষদের কথা ভেবে দেখেছ, যাদের সারা বছর জলের অভাবের সঙ্গে লড়াই করতে হয়?
আজ, মন কি বাত-এ আমি একজন তরুণীর গল্প বলব, যে তোমাদের চেয়ে বেশি বড় নয়, যাকে তার গ্রামে জল আনার জন্য একটি পাহাড় খনন করতে হয়েছিল।
মধ্যপ্রদেশের ছতারপুর জেলার অগ্রোথা গ্রামে-
গত দুই বছরে আমাদের এখানে খুব কমই বৃষ্টি হয়েছে। প্রতিদিন, আমরা আমাদের অর্ধেক সময় জল আনতে দীর্ঘ দূরত্বে হেঁটে ব্যয় করি।
আমার বাচ্চারা আর স্কুলে যেতে পারে না কারণ জল আনার জন্য আমার সাহায্যের প্রয়োজন। এভাবে চলতে পারে না।
19 বছরের ববিতা রাজপুত খুব চিন্তিত ছিল।
আমাদের এখানে 90 একরের একটি লেক আছে, কিন্তু বৃষ্টির অভাবে তা শুকিয়ে গেছে। মেয়েরা তাদের মৌলিক চাহিদার জন্য জল পেতে হিমশিম খাচ্ছে। গ্রামের প্রবীণরাও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।

একদিন গ্রামের সব মহিলারা এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে জড়ো হলেন।
আমাদের হ্রদ পুনরায় ভরাট করার একটি উপায় খুঁজে বের করতে হবে। আমরা পাশের খালের জল ব্যবহার করব না কেন?
খালটা পাহাড়ের ওপারে, ববিতা। ওটা এখানে আনতে আমাদের খনন করতে হবে।

এটা সত্যিই একটি কঠিন কাজ। কিন্তু প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটাহাঁটি করার চেয়ে কি এটা ভাল নয়?
পাহাড়টি সরকারের। রাস্তা খনন করতে রাজি হলেও বন বিভাগের অনুমতি ছাড়া আমরা তা করতে পারি না।

ববিতার নেতৃত্বে মহিলারা একটি পরিখা নির্মাণের প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন যাতে খাল থেকে জল হ্রদে পৌঁছাতে পারে।
যদিও, কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করা মহিলাদের কল্পনার চেয়েও কঠিন ছিল।

সৌভাগ্যক্রমে, একটি এনজিও পরমার্থ সমাজ সেবী সংস্থার সদস্যরা সেই সময় গ্রামে গিয়েছিলেন।
ম্যাডাম, মহিলারা পাহাড় খননের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু গ্রামের প্রবীণ ও বন কর্মকর্তারা সমস্যা সৃষ্টি করছেন।
আপনারা মহিলারা মহান ইচ্ছাশক্তি দেখিয়েছেন। আমরা আপনাদের কাগজপত্র সাজাতে এবং অনুমতি পেতে সাহায্য করব।

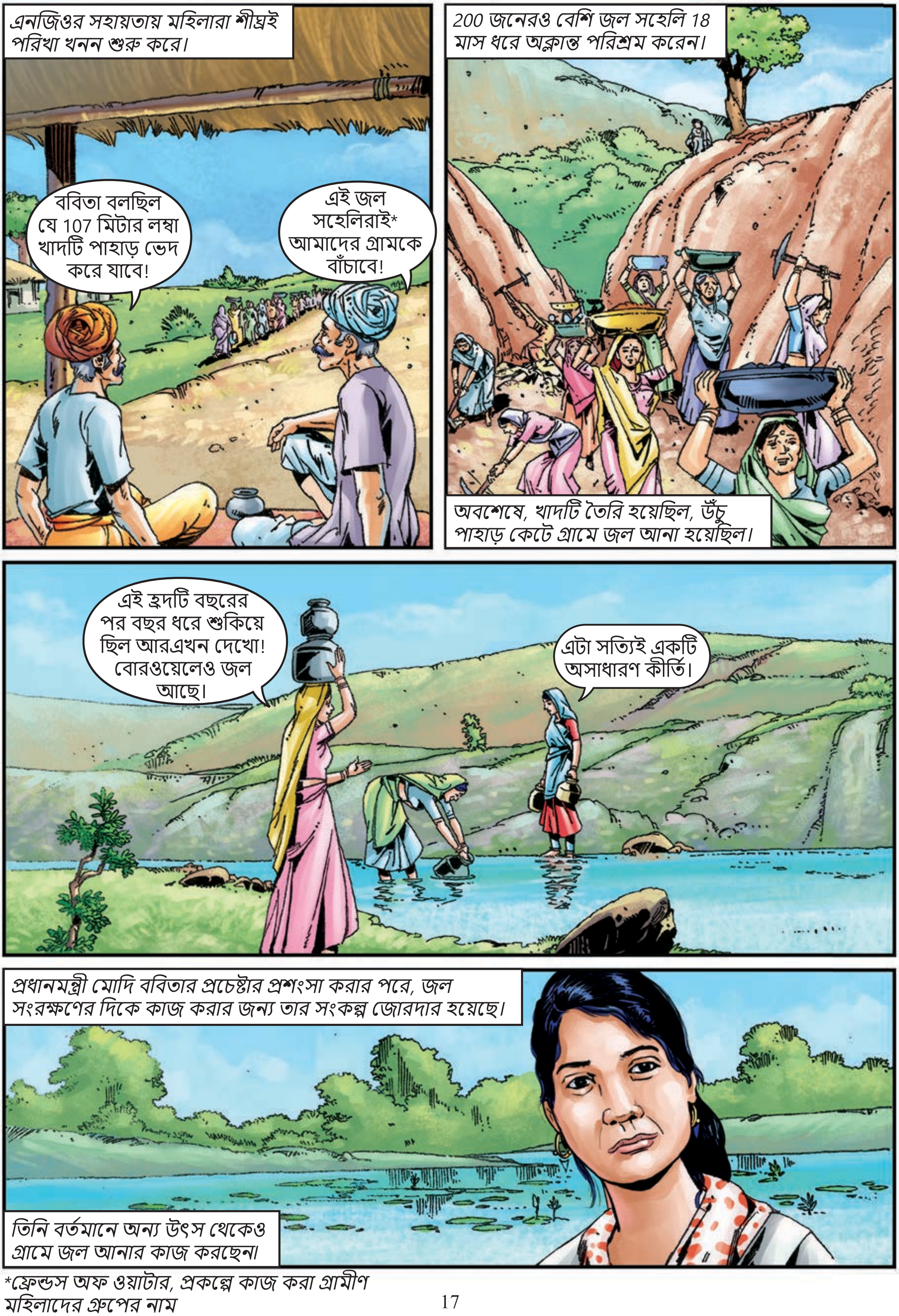

*ফ্রেন্ডস অফ ওয়াটার, প্রকল্পে কাজ করা গ্রামীণ মহিলাদের গ্রুপের নাম

শর্মিলা ওসওয়াল

* বাজরার তৈরি গোল বলের মত খাবার
^ মুক্তা বাজরার রুটি
**জোয়ার
^^ মহারাষ্ট্রের কোঙ্কন অঞ্চলের একটি গ্রাম।

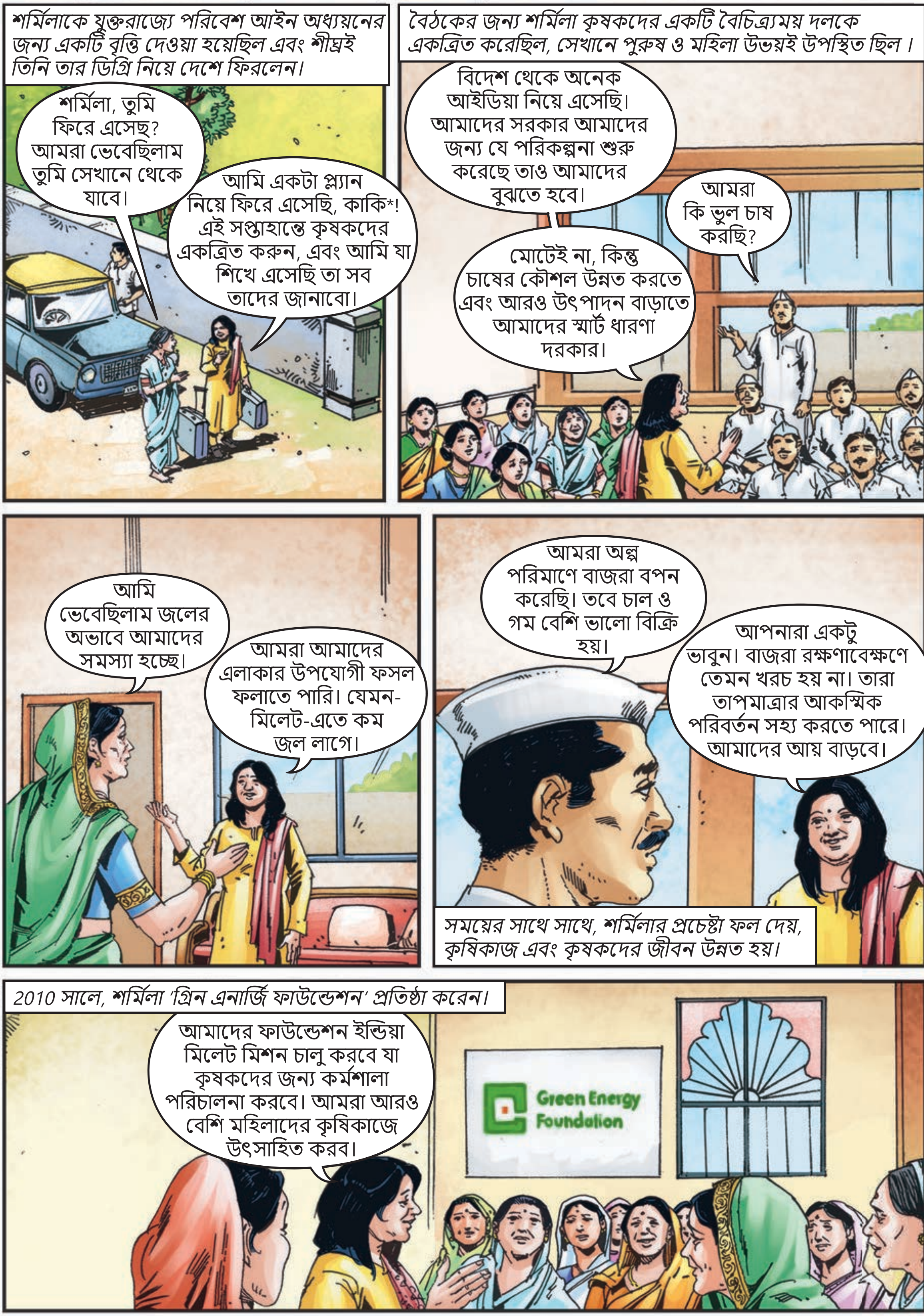

* কাকীমা, বয়স্ক মহিলাকে সম্মানজনক সম্বোধন।

*যুক্তরাষ্ট্রের একটি মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়

^নিরপেক্ষ জল বণ্টন

বিজয় কুমার কবি

** উপকূলীয় অঞ্চলে নোনা জলে জন্মানো গুল্ম এবং গাছ সমূহ*

^একটি বিশাল ঘূর্ণিঝড় যার গতিবেগ ঘণ্টায় 250 কিমি

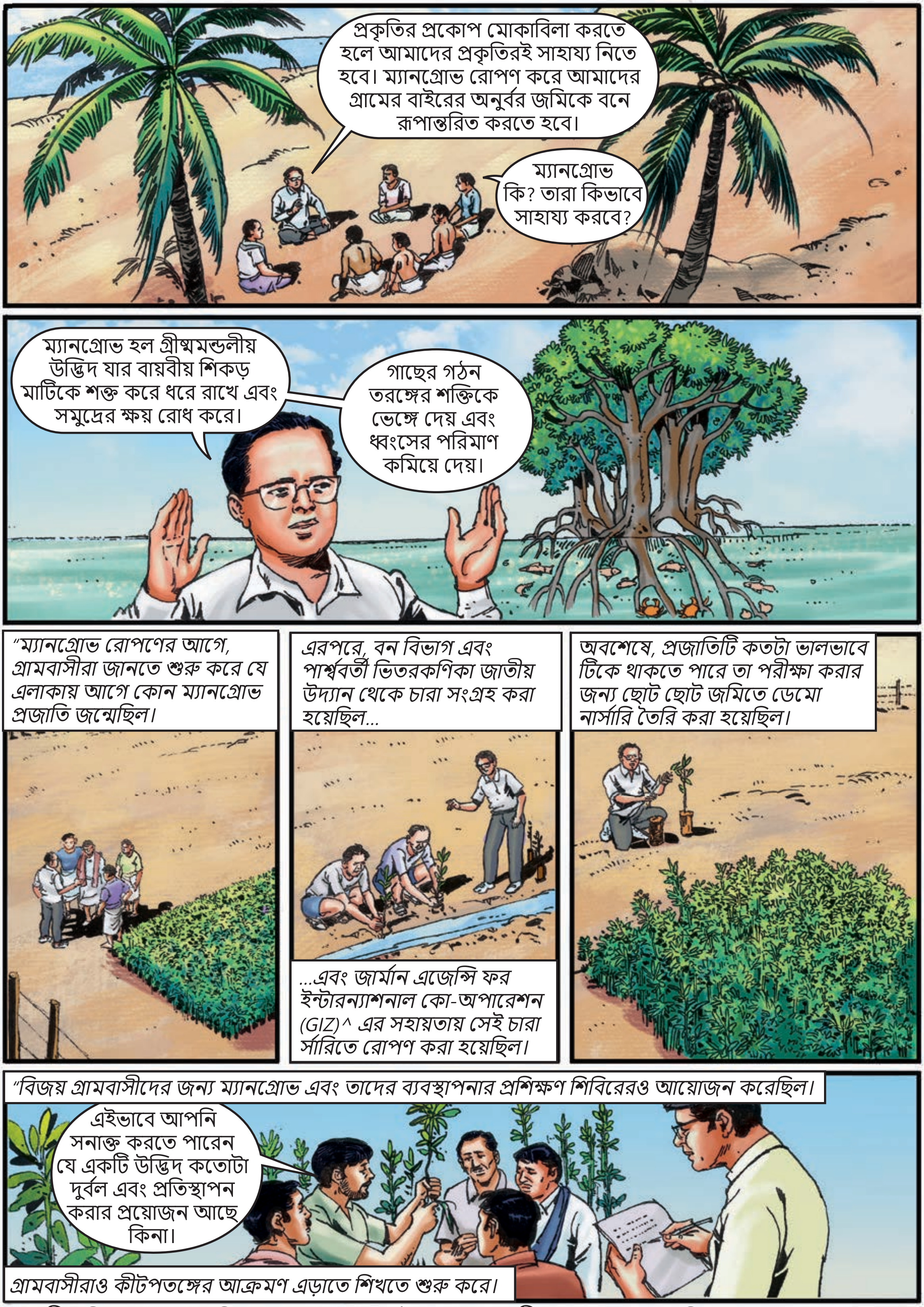

*একটি খালি, অব্যবহৃত জমি যেখানে গাছপালা নেই

^একটি সংস্থা যা ভারতে পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়তা করে

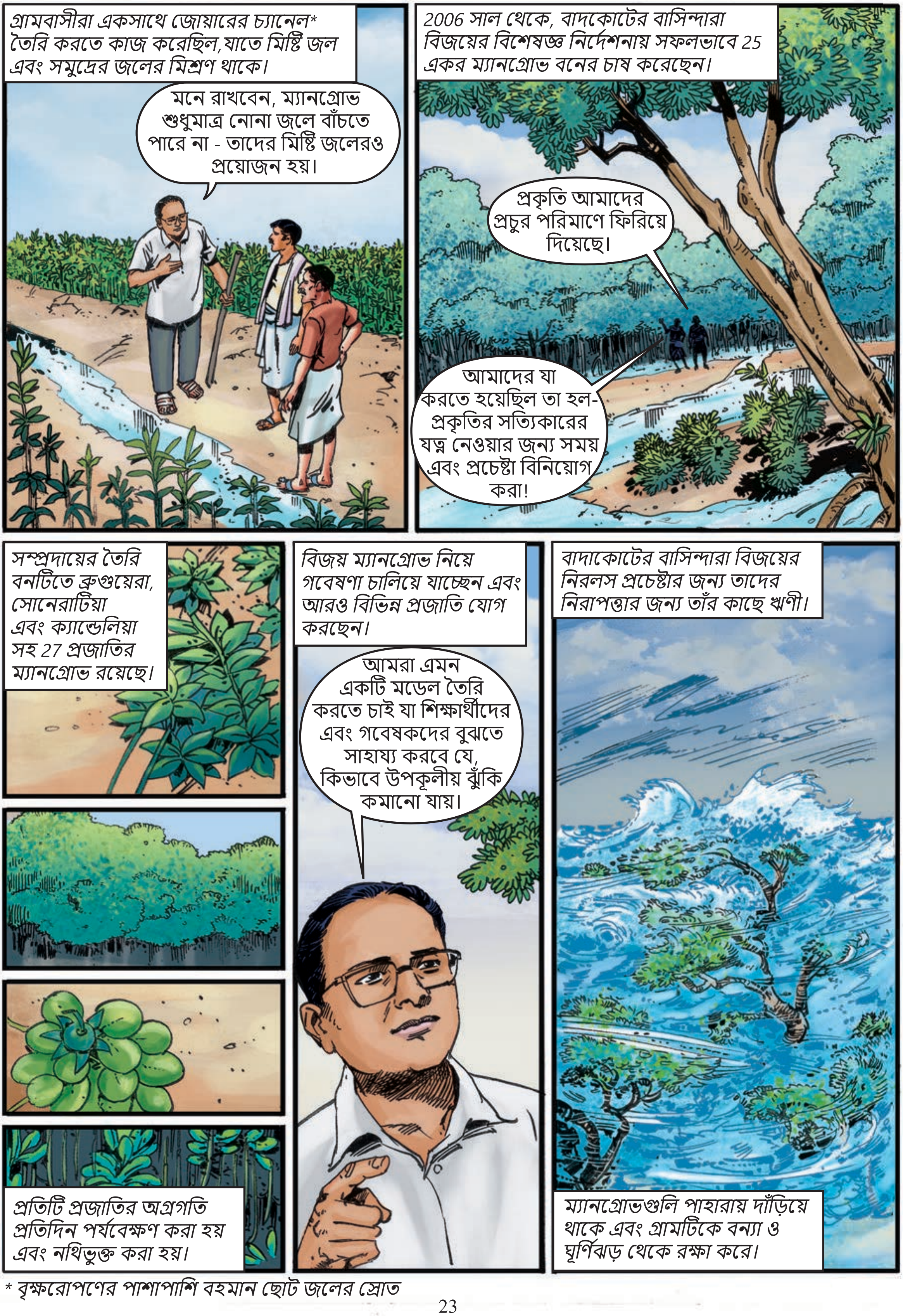

* বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি বহমান ছোট জলের স্রোত

শিলু নায়ক

*ওড়িশায়

^ সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনী

*ওড়িশা শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী

^ওড়িশার একটি শহর

*সশস্ত্র বাহিনী ছাড়াও এর মধ্যে আধাসামরিক বাহিনী, সীমান্ত নিরাপত্তা ইত্যাদি রয়েছে।

সেন্ট টেরেসা কলেজ

*একটি সামাজিক উদ্যোক্তা ক্লাব

^কেরালার একটি শহর

*পরিবেশ বান্ধব এবং টেকসই

^খেলনার বাক্স

* একটি গ্রামীণ শিশু যত্ন কেন্দ্র

^দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য একটি কর্মসূচি

**ছয় বছরের কম বয়সী শিশু এবং তাদের মায়েদের জন্য একটি কল্যাণমূলক কর্মসূচি

কমলা মোহরানা

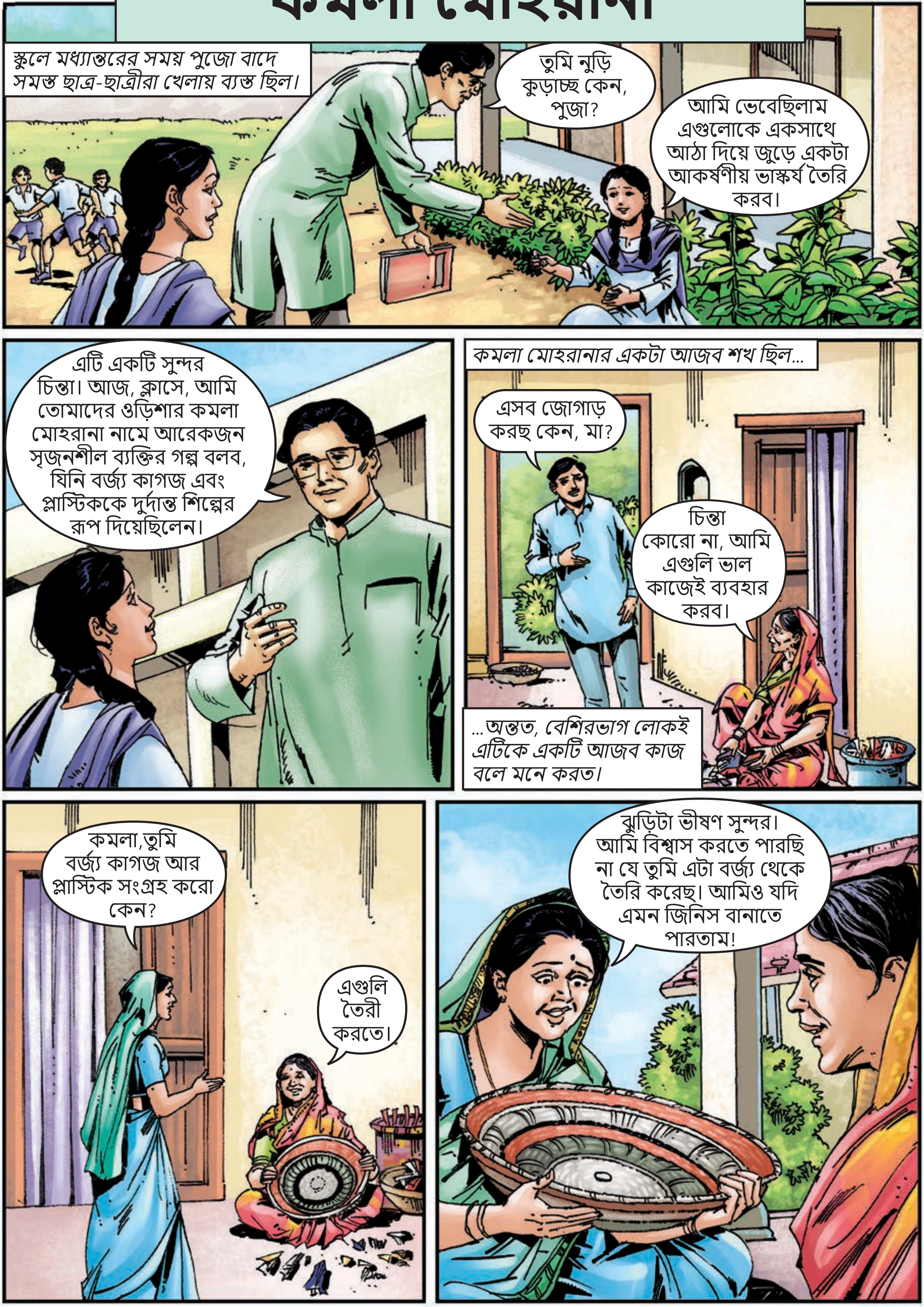
স্কুলে মধ্যান্তরের সময় পুজো বাদে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা খেলায় ব্যস্ত ছিল।
তুমি নুড়ি কুড়াচ্ছ কেন, পুজা?
আমি ভেবেছিলাম এগুলোকে একসাথে আঠা দিয়ে জুড়ে একটা আকর্ষণীয় ভাস্কর্য তৈরি করব।
এটি একটি সুন্দর চিন্তা। আজ, ক্লাসে, আমি তোমাদের ওড়িশার কমলা মোহরানা নামে আরেকজন সৃজনশীল ব্যক্তির গল্প বলব, যিনি বর্জ্য কাগজ এবং প্লাস্টিককে দুর্দান্ত শিল্পের রূপ দিয়েছিলেন।
কমলা মোহরানার একটা আজব শখ ছিল...
এসব জোগাড় করছ কেন, মা?
চিন্তা কোরো না, আমি এগুলি ভাল কাজেই ব্যবহার করব।
...অন্তত, বেশিরভাগ লোকেই এটিকে একটি আজব কাজ বলে মনে করত।
কমলা,তুমি বর্জ্য কাগজ আর প্লাস্টিক সংগ্রহ করো কেন?
এগুলি তৈরী করতে।
ঝুড়িটা ভীষণ সুন্দর। আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে তুমি এটা বর্জ্য থেকে তৈরি করেছ। আমিও যদি এমন জিনিস বানাতে পারতাম!

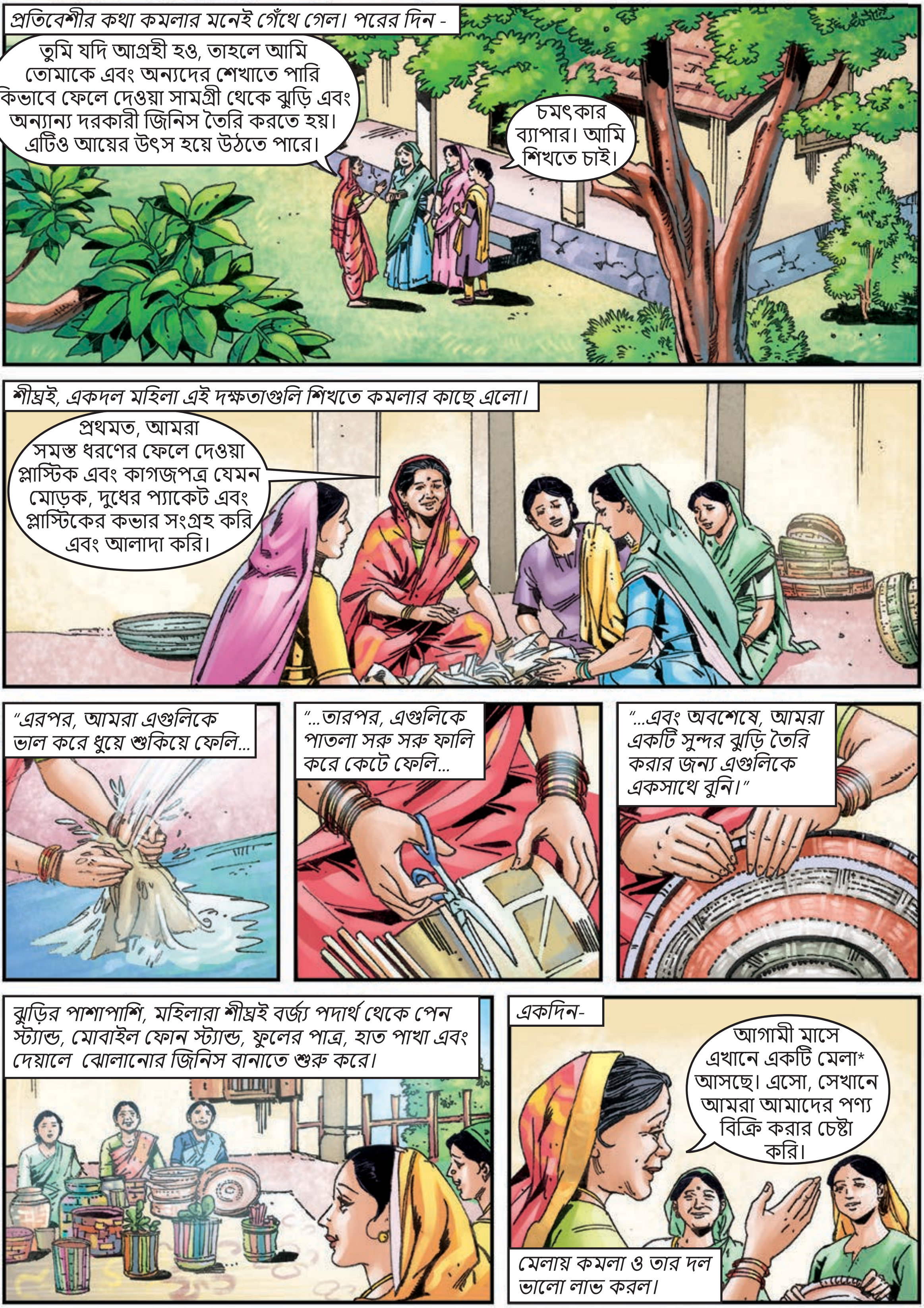
প্রতিবেশীর কথা কমলার মনেই গেঁথে গেল। পরের দিন -
তুমি যদি আগ্রহী হও, তাহলে আমি তোমাকে এবং অন্যদের শেখাতে পারি কিভাবে ফেলে দেওয়া সামগ্রী থেকে ঝুড়ি এবং অন্যান্য দরকারী জিনিস তৈরি করতে হয়। এটিও আয়ের উৎস হয়ে উঠতে পারে।
চমৎকার ব্যাপার। আমি শিখতে চাই।
শীঘ্রই, একদল মহিলা এই দক্ষতাগুলি শিখতে কমলার কাছে এলো।
প্রথমত, আমরা সমস্ত ধরণের ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক এবং কাগজপত্র যেমন মোড়ক, দুধের প্যাকেট এবং প্লাস্টিকের কভার সংগ্রহ করি এবং আলাদা করি।
"এরপর, আমরা এগুলিকে ভাল করে ধুয়ে শুকিয়ে ফেলি...
"...তারপর, এগুলিকে পাতলা সরু সরু ফালি করে কেটে ফেলি...
"...এবং অবশেষে, আমরা একটি সুন্দর ঝুড়ি তৈরি করার জন্য এগুলিকে একসাথে বুনি।"
ঝুড়ির পাশাপাশি, মহিলারা শীঘ্রই বর্জ্য পদার্থ থেকে পেন স্ট্যান্ড, মোবাইল ফোন স্ট্যান্ড, ফুলের পাত্র, হাত পাখা এবং দেয়ালে ঝোলানোর জিনিস বানাতে শুরু করে।
একদিন-
আগামী মাসে এখানে একটি মেলা* আসছে। এসো, সেখানে আমরা আমাদের পণ্য বিক্রি করার চেষ্টা করি।
মেলায় কমলা ও তার দল ভালো লাভ করল।

*মেলা

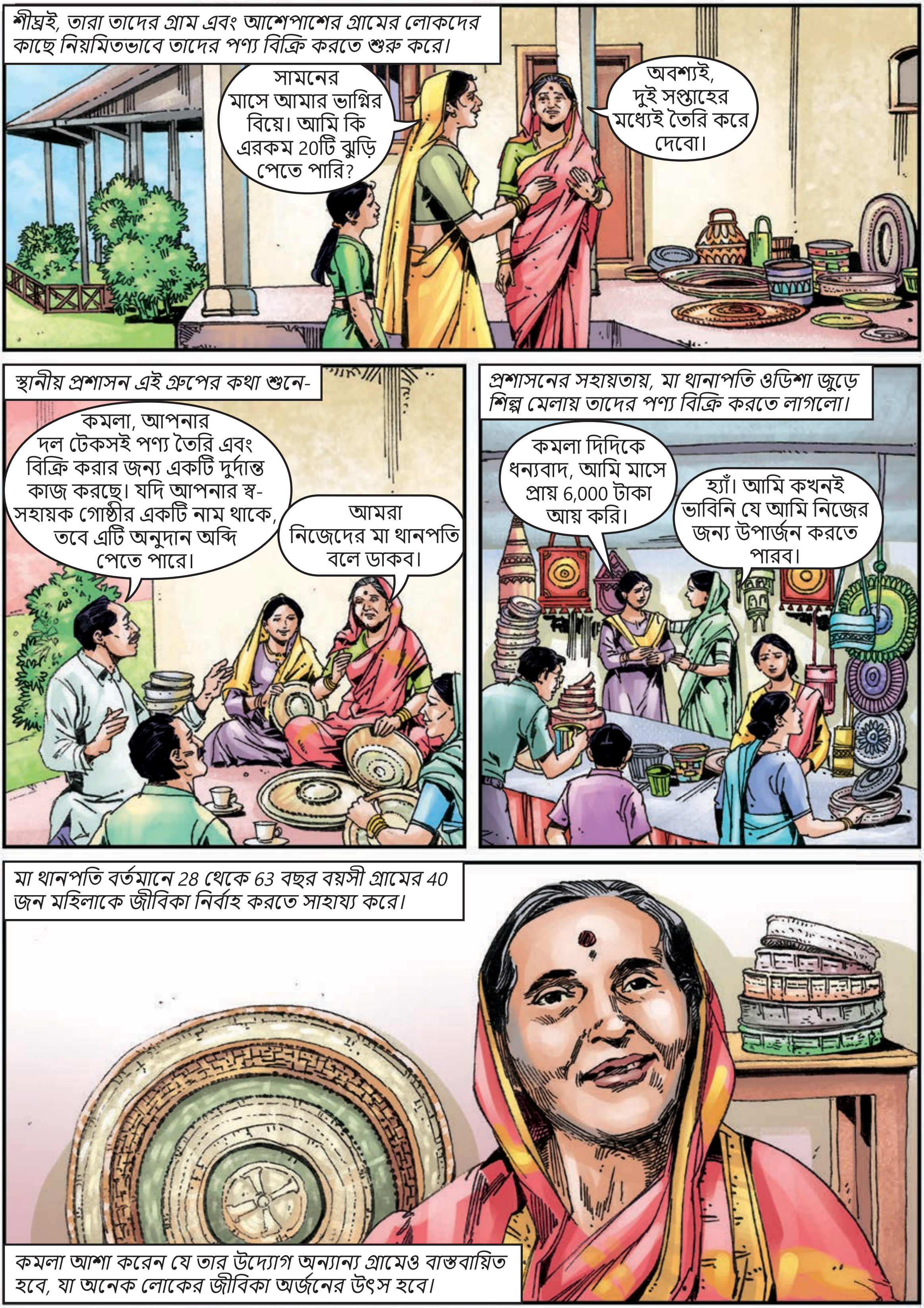
শীঘ্রই, তারা তাদের গ্রাম এবং আশেপাশের গ্রামের লোকদের কাছে নিয়মিতভাবে তাদের পণ্য বিক্রি করতে শুরু করে।
সামনের মাসে আমার ভাগ্নির বিয়ে। আমি কি এরকম 20টি ঝুড়ি পেতে পারি?
অবশ্যই, দুই সপ্তাহের মধ্যেই তৈরি করে দেবো।
স্থানীয় প্রশাসন এই গ্রুপের কথা শুনে-
কমলা, আপনার দল টেকসই পণ্য তৈরি এবং বিক্রি করার জন্য একটি দুর্দান্ত কাজ করছে। যদি আপনার স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর একটি নাম থাকে, তবে এটি অনুদান অব্দি পেতে পারে।
আমরা নিজেদের মা থানপতি বলে ডাকব।
প্রশাসনের সহায়তায়, মা থানাপতি ওড়িশা জুড়ে শিল্প মেলায় তাদের পণ্য বিক্রি করতে লাগলো।
কমলা দিদিকে ধন্যবাদ, আমি মাসে প্রায় 6,000 টাকা আয় করি।
হ্যাঁ। আমি কখনই ভাবিনি যে আমি নিজের জন্য উপার্জন করতে পারব।
মা থানপতি বর্তমানে 28 থেকে 63 বছর বয়সী গ্রামের 40 জন মহিলাকে জীবিকা নির্বাহ করতে সাহায্য করে।
কমলা আশা করেন যে তার উদ্যোগ অন্যান্য গ্রামেও বাস্তবায়িত হবে, যা অনেক লোকের জীবিকা অর্জনের উৎস হবে।

মন কি বাত

অধ্যায়-6

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রেডিও প্রোগ্রামের উপর ভিত্তি করে মন কি বাত-এর ষষ্ঠ অধ্যায়, সারা দেশ থেকে আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য সব গল্প নিয়ে এসেছে।

কল্পনা, উত্তরাখণ্ডের একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রী, অবশেষে তাকে সাহায্য করার জন্য একটি স্কুল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু সমস্যা হল – সমস্ত পাঠ সেখানে কন্নড় ভাষায় পড়ানো হত। কল্পনা মাত্র তিন মাসে নতুন ভাষা শিখে নেয় শুধু নয়,তাতে 92 নম্বরও পায়!

টংব্রুম বিজিয়াশান্তি, মণিপুরের একজন উদ্যোগী মহিলা, পদ্ম ফুলের প্রতি তার ভালবাসাকে একটি সমৃদ্ধ ব্যবসায় পরিণত করেছেন। তিনি তাদের ডালপালা থেকে তন্তু সংগ্রহ করেন এবং সেগুলিকে পদ্মের রেশম সৃষ্টিতে কাজে লাগান এবং সেগুলির বুনন যেমন সুন্দর তেমনই টেকসই।

ইসমাইলভাই শেরু গুজরাটের এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাকে সবাই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ না করার পরামর্শ দেয়। তবে কৃষির প্রতি তার অনুরাগ অব্যাহত থাকে এবং আজ, তিনি একজন কৃষক যার উচ্চ মানের ফসল এবং উদ্ভাবনী পদ্ধতি তার সমবয়সীদের অনুপ্রাণিত করেছে।

দশটি গল্পের এই সংকলনটি প্রমাণ করে যে আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, সাফল্য সবসময় পাওয়া সম্ভব।

₹99

www.amarchitrakatha.com
ISBN 978-81-966921-3-1